Pol-H-CC-T-(7)
Unit-3
3rd-Semester (H)

Neo-realism (নয়া বাস্তববাদ)

আধুনিক বাস্তববাদী তত্ত্বকে নতুন আঙ্গিকে দেখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এইকারণে 1970 এর দশকে উদ্ভব হয় নয়া বাস্তববাদের। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন Kenneth Waltz। Waltz এর লেখনীতে বাস্তববাদী তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রূপ পরিগ্রহ করে।

Waltz এর মতে নয়া বাস্তববাদ তত্ত্বে বলেন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে দেখতে হবে সামগ্রিক ভাবে। তার মতে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা হল একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোসম্পন্ন সত্তা। তাঁর মতে, কোনো একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র কাজ করে থাকে তার পরিণতি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করতে হলে বাইরের কাঠামোর প্রভাব সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। নয়াবাস্তববাদীরা মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে নৈরাজ্য দেখা যায় তা নির্ধারিত করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই নৈরাজ্যের পরিস্থিতি কখনোই পরিবর্তিত হয় না। রূপ গ্রহণ করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি ক্ষমতাসংক্রান্ত ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজেদের সুরক্ষায় প্রয়াসী। এক্ষেত্রে শক্তি বৃদ্ধি করায় তাদের নয়াবাস্তববাদীদের মতে, বিশ্বরাজনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

• সমালোচনা:

① অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সার্থক ভাবেই এই সহযোগিতার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি দেখা যায়, তা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

• পরিবর্তনের প্রতি বিমুখতা, নয়া বাস্তববাদীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে সমালোচকেরা মনে করেন। নয়া বাস্তববাদীরা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা হল এক [illegible] সমন্বিত এক স্থায়ী ব্যবস্থা। সমালোচকেরা বলেন, কোনো আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী নয়, পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

• Waltz বলেছেন যে রাষ্ট্র কখনোই নিজের স্বার্থের উপরে উঠে কাজ করতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কেবলমাত্র বিরোধই নয় বিভিন্ন রাষ্ট্র একে অপরের সাথে সহযোগিতায় ও লিপ্ত হয়।

Animesh Choudhury